৩০/৪/২০০৫

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৫ .... কলাম ....

পাঠ্যবই নিয়ে যখন যিনি যা বলেছেন

বিমল সরকার

'দেশের সব শিক্ষার্থীর মাঝে এখন পর্যন্ত বই না পৌছলেও সংকট কেটে গিয়েছে'— এমন একটা ধারণা নিয়েই গেল শিক্ষা বর্ষটা পার করতে হলো। তবে অভাবনীয় পরিমাণ মেধা, সময় এবং অর্থের অপচয় হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকাশক, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এমন একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সরকার স্বয়ং কোন রকম রাখঢাক না করে কোমলমতি শিশু- কিশোর, ভাগ্যবিড়ম্বিত অভিভাবক তথা গোটা জাতির কাছে প্রকৃত অবস্থাটি সময়মতো তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট সকলকে আশ্বস্ত করতে পারতেন; কিন্তু তা না করে বই সংকটের প্রকৃত অবস্থাটিকে কমবেশি সবাই পাশ কাটিয়েই গেলেন! এতে বিড়ম্বনা কেবল বেড়েছেই। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই পাঠ্যবই নিয়ে আবারো সংকটের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছু উদ্যোগে নিয়েছে যেন বছরের শুরুতেই ছাত্র এবং অভিভাবকরা পাঠ্যবই হাতে পেতে পারেন। সেটা হলে তো জাতির সৌভাগ্য; কিন্তু না হলে আমরা আশা করব যেন সত্য কথাটা দেশবাসীর কাছে জানানো হয়।

আমাদের দেশে নিজের বা নিজেদের দোষ-ত্রুটি সহজে কেউ স্বীকার করতে চান না। দায়িত্ব পালনে কোন ব্যক্তি, মহল বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলা, অদক্ষতা, উদাসিনতা, খামখেয়ালিপনা এবং স্বার্থপরতার কারণে বছরের পর বছর সাধারণ মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগ-বিড়ম্বনার শিকার হলেও এখানে যেন কারও কিছু আসে যায় না। জবাবদিহিতার কোন বালাই নেই। ভাগ্যবিড়ম্বিতদের বিড়ম্বনার কাহিনী এবং কর্তাব্যক্তিদের অবহেলা, অদক্ষতা, খামখেয়ালিপনার বিষয় কখনও কেউ জনস্বার্থে সর্বসমক্ষে তুলে ধরলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে হয় নীরব থাকেন, নয় তো নানা ছলছুতায় নিজেদের দোষ- ত্রুটি ঢাকার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। দোষ-ত্রুটি স্বীকার করবেন তো দূরের কথা তা ঢাকার জন্য, আনীত- অভিযোগ খণ্ডন করবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কখনও কখনও মনগড়া যুক্তির অবতারণা করতেও দ্বিধা করেন না।

অস্বীকার করার উপায় নেই, এ বছরও, হয়তো শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পাঠ্যবইয়ের জন্য দুঃসহ বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে। অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত এবং দুঃখজনক বিষয় হলো, দেশব্যাপী পাঠ্যবই সংকট নিয়ে পত্রপত্রিকায় এত লেখালেখি, আলোচনা-সমালোচনা, স্থানে স্থানে অবরোধ, বিক্ষোভ- সমাবেশ, বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থী- অভিভাবকদের আহাজারি, বছর বছর জুন মাস পর্যন্তও বিভিন্ন উপজেলার স্কুলগুলোতে পাঠ্যবই না পৌছার কারণে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়া এবং দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষাও অনিশ্চিত হয়ে পড়া— এতকিছু সত্ত্বেও বই সংকটের দায় স্বীকার করবেন তো দূরের কথা, এটাকে 'সংকট' বলে কেউ সহজে স্বীকারই করতে চাননি। একইভাবে বই সংকটের ব্যাপারে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের সময় সময় দেয়া পরস্পরবিরোধী, একপেশে এবং মনগড়া ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা- বিবৃতি গোটা জাতিকে চরমভাবে হতাশ করেছে। নতুন সরকার আসার পরও সহসাই পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহজনিত সঙ্কট মোচন হয়ে যাবে এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই।

বিগত সরকারের আমলে পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত সর্বশেষ বক্তব্যটি দিয়েছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায় গত ৬ই জুন জাতীয় সংসদে। একজন সাংসদের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'প্রাইমারি স্কুলে ২০০১ সালে যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে ....' (যুগান্তর ৭-৬-২০০১)। অথচ বাস্তব অবস্থা হলো, জুন মাস পর্যন্তও স্কুলগুলোতে পাঠ্যবই পৌছেনি বলে দেশের অনেক স্কুলে প্রথম সাময়িক পরীক্ষাই অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৪ই জুন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নজরে পড়েছিল কিনা জানি না। এই সংবাদটিতে বলা হয়েছিল, কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলার অধিকাংশ স্কুলে বই পৌছেনি বলে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষাও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ওই উপজেলার ৫৪টি স্কুলের ১২ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ম ও ২য় শ্রেণীর বই দেয়া হলেও আজ পর্যন্ত ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর বই দেয়া হয়নি। এতে লেখাপড়া, পরীক্ষা সবকিছুই বিঘ্নিত হচ্ছে' (দৈনিক প্রথম আলো ১৪-৬-২০০১)। প্রয়োজনীয় বই না পাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ও পরীক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার এমন সংবাদ প্রায় প্রতিদিনের কোন না কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

গত ডিসেম্বর মাস থেকেই জাতীয় দৈনিকগুলো বই সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর বই ছাপানো কাজের 'গতি' পর্যবেক্ষণ করে দফায় দফায় বই সংকটের আগাম পূর্বাভাস দিয়ে আসছিল; কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কেউই তাতে কর্ণপাত করেনি। ২রা জানুয়ারি, ২০০১ অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, নতুন শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তক সংকট হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। একই বৈঠকে এ প্রসঙ্গে শিক্ষা সচিব বলেছিলেন, পত্রপত্রিকায় অতিরঞ্জিত খবর প্রকাশিত হচ্ছে। যারা বই ছাপার কাজ পায়নি তারা এমন বিভ্রান্তিমূলক রিপোর্ট লেখাচ্ছে (সংবাদ ৩-১-২০০১)। এর মাত্র কদিন পর বই সংকটের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান তো সাংবাদিকদের প্রতি একেবারে ক্ষেপেই গিয়েছিলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কোন কথাই বলতে চাননি তিনি (দৈনিক যুগান্তর ২৬-১-২০০১)। পাঠ্যবই সংকটের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী এবং সাংসদবৃন্দ এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রীকেও বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। অধিবেশন চলাকালে সংসদে প্রধানমন্ত্রী জানতে চেয়েছিলেন, 'কার কার এলাকায় বই যায়নি হাত তুলুন।' কোন সাংসদ সে সময় হাত তোলেননি। শিক্ষামন্ত্রী এ সময় সংসদ নেত্রীর অনুমতি নিয়ে বলেছিলেন, ৬০ শতাংশ বই ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট বই এক সপ্তাহের মধ্যে চলে যাবে। বই নিয়ে 'কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়েছে (সংবাদ ১-২-২০০১)। অথচ বাস্তবে দেখা গিয়েছিল ৩১শে জানুয়ারি দেশের সব স্থানে বই পৌছানো তো দূরের কথা, বই ছাপার কাজই সম্পন্ন হয়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রত্যেক সাংসদের এলাকায় তখন পর্যন্ত বই গিয়ে না পৌছলেও কোন সাংসদই হাত তুলে সেদিন বই সংকটের প্রকৃত অবস্থাটি প্রধানমন্ত্রীকে বুঝতে দেননি! শিক্ষামন্ত্রীর ভাষায়, এক সপ্তাহ (৩১শে জানুয়ারি থেকে) তো দূরের কথা জুন মাস পর্যন্তও সব শিক্ষার্থীর কাছে সব বই সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি এবং বাস্তবে বিগত সরকারের আমলে কখনোই সম্ভব হয়েছিল কিনা এই সত্যটি কে জানাবে আমাদের?

'দেশের সব শিক্ষার্থীর মাঝে এখন পর্যন্তও বই না পৌছলেও সংকট কেটে গিয়েছে'— এমন একটা ধারণা নিয়েই গেল শিক্ষা বর্ষটা পার করতে হলো। তবে অভাবনীয় পরিমাণ মেধা, সময় এবং অর্থের অপচয় হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকাশক, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এমন একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সরকার স্বয়ং কোন রকম রাখঢাক না করে কোমলমতি শিশু- কিশোর, ভাগ্যবিড়ম্বিত অভিভাবক তথা গোটা জাতির কাছে প্রকৃত অবস্থাটি সময়মতো তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট সকলকে আশ্বস্ত করতে পারতেন; কিন্তু তা না করে বই সংকটের প্রকৃত অবস্থাটিকে কমবেশি সবাই পাশ কাটিয়েই গেলেন! এতে বিড়ম্বনা কেবল বেড়েছেই। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই পাঠ্যবই নিয়ে আবারো সংকটের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছু উদ্যোগ নিয়েছে যেন বছরের শুরুতেই ছাত্র এবং অভিভাবকরা পাঠ্যবই হাতে পেতে পারেন। সেটা হলে তো জাতির সৌভাগ্য; কিন্তু না হলে আমরা আশা করব যেন সত্য কথাটা দেশবাসীর কাছে জানানো হয়।

[লেখক ঃ সহকারী অধ্যাপক, বাজিতপুর কলেজ, কিশোরগঞ্জ।]